Banglaislam.com

আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

তাওহীদ ও উহার প্রকারভেদ

আল্লাহর জন্যই তাঁর গুণাবলী স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং সর্ব প্রকারের এবাদত একমাত্র তাঁর জন্য করার নাম হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

অর্থাৎ, "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবল আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। (৫১ঃ ৫৬)
তিনি আরো বলেন,

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ

অর্থাৎ, "আল্লাহরই এবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করো না"। (৪ঃ৩৬)

তাওহীদ তিন প্রকার যথা,

১) তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ
২) তাওহীদে উলুহিয়্যাহ
৩) তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত।

প্রথমতঃ তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ তথা প্রতিপালকের একত্ববাদ হলো আল্লাহকে একক স্রষ্টা, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করা। তিনিই আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

هَلْ مِنْ خَـٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ

অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া কি কোন সৃষ্টিকর্তা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশ এবং যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নেই"। (৩৫ঃ ৩) তিনি আরো বলেন,

تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

অর্থাৎ, "অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিলোকের) কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব। প্রত্যেকটি জিনিসের উপর তাঁরই কর্তৃত্ব সংস্থাপিত"।(৬৭ঃ ১) অনুরূপ আল্লাহ পাকই একমাত্র পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন, "শুনে রেখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। তিনি বরকতময়, বিশ্বজগতের প্রতিপালক"।(৭ঃ৫৪) আর তাঁর এই রাজত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। পৃথিবীর কোন জিনিস এর আওতা বহির্ভূত নয়। খুব কম সংখ্যক মানুষই এই তাওহীদকে অস্বীকার করেছে। আবার এরা মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও এদের অন্তর এর স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "তারা সরাসরি যুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই নিদর্শনগুলি অস্বীকার করল; অথচ তাদের দিল এগুলিকে মেনে নিয়েছিল"। (২৭ঃ ১৪)

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদে উলুহিয়্যা

তাওহীদে উলুহিয়্যা তথা মাবুদের একত্ববাদ হলো, সকল প্রকারের এবাদতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার এবাদত করবে না, চেষ্টা করবে না নেকট্য লাভের। আর এ প্রকারের তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

অর্থাৎ, “আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি”। (৫১ঃ ৫৬) আর এই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

অর্থাৎ, “আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাঁকে এই অহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব কর”। (২১ঃ ২৫) আর এই তাওহীদকেই মুশরীকরা অস্বীকার করেছিল, যখন তাদেরকে রাসূলগণ এর প্রতি আহবান জানিয়ে ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, “তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমার কেবল আল্লারই দসত্ব করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে, তাদেরকে পরিহার করি”? (৭ঃ ৭০) এ কথা পরিষ্কার যে, এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার জন্য করা যাবে না। তাতে সে সত্তা নবী হোক, কিংবা ফেরেশতা, অথবা কোন নেক ওয়ালী বা যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন। কারণ এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়।

তৃতীয়তঃ তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত

তাওহীদে আসমা অস্‌সিফাত তথা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ হলো, আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল বিশুদ্ধ হাদীসে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো যথার্থভাবে মেনে নেওয়া। এর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয় অথবা সাদৃশ্য পেশ না করা। সুতরাং আল্লাহ যে নামে নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন তার উপর প্রকৃতার্থে ঈমান আনা অত্যাবশ্যক, রূপকার্থে নয়। যেমন, আল্লাহ নিজেকে الحي القيوم তথা চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, حي তথা চিরঞ্জীব আল্লাহর একটি নাম বিশেষ। আর এই নাম আল্লাহর যে গুণটি প্রকাশ করছে তার প্রতিও ঈমান রাখতে হবে। আর সে গুণ হচ্ছে, পরিপূর্ণ জীবন, যার নেই আদি ও অন্ত। অনুরূপ আল্লাহ নিজেকে سميع বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের ঈমান রাখতে হবে যে سميع আল্লাহর একটি নাম বিশেষ। এর অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রোতা। আর ‘শুনা’ আল্লাহর একটি গুণ - এর প্রতিও আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে।

অন্য একটি উদাহরণ,

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ

অর্থাৎ, “ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হস্তদ্বয় বাঁধা রয়েছে। বাঁধা হয়েছে তাদেরই হাত এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর হস্তদ্বয় তো উদার উন্মুক্ত, তিনি যেভাবেই ইচ্ছা ব্যয় করেন”। (৫ঃ ৬৪) এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক নিজের দু'টি উন্মুক্ত ও উদার হস্তের কথা বর্ণনা করেছেন। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর দু'টি হস্ত আছে, যা দান ও অনুগ্রহের জন্য প্রসারিত, উন্মুক্ত ও উদার। কিন্তু আল্লাহর পবিত্র হস্তদ্বয়ের ধরণ বা প্রকৃতি নিয়ে অন্তরে কোন কল্পনা না করা, মুখেও তা প্রকাশ বা ব্যক্ত না করা, অনুরূপ সৃষ্টির হাতের সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য বা তুলনা না করা আমাদের উপর ওয়াজিব। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, “বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন”। (৪২ঃ ১১)

সারমর্ম হচ্ছে যে, আল্লাহ নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন বা তাঁর রাসূল যে সব নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, কোন ধরনের বিকৃতি, সাদৃশ্য, ধরণ-গঠন নির্ণয় না করে, বা অস্বীকৃতির পন্থা অবলম্বন না করে প্রকৃতার্থে তা মেনে নেওয়া।

আল্লাহ আমাদের নবী (সাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর (রাঃ) প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।